

রিয়া (মানুষকে দেখানো বা শুনানোর উদ্দেশ্যে 'ইবাদাত করা) কত প্রকার ও কি কি এবং এগুলোর হুকুম কি?

রিয়া বা লোক দেখানো 'ইবাদাত তিন প্রকার। যথা:-

(১) কোন নেক কাজ ('ইবাদাত) মূলত: শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র গায়রুল্লাহকে (আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাউকে) দেখানোর উদ্দেশ্যে বা মানুষের প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যে করা, এবং বাহ্যিকভাবে লোকজন যেন তার কাজটা দেখে আল্লাহর 'ইবাদাত বলেই মনে করে, এমন মনোভাব পোষণ করা।

যদিও এতে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার বা সমান করা উদ্দেশ্য না হয়ে থাকে তথাপি এ জাতীয় 'ইবাদাত হলো শিরকের (শিরকে আসগারের) অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের 'ইবাদাত আল্লাহর নিকট আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। কোন মু'মিন ব্যক্তি এরূপ 'ইবাদাত করতে পারে না।

আর যদি 'ইবাদাতে গায়রুল্লাহকে আল্লাহর (ﷻ) একক প্রাপ্য ও অধিকারে शामिल বা অংশীদার করা উদ্দেশ্য হয়, কিংবা মূল কাজটাই যদি আল্লাহ (ﷻ) ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়, তাহলে তা শিরকে আকবার বলে গণ্য হবে।

হাদীছে ক্বোদছীতে রাছূল ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:-

أَنَا أَعْتَى الشُّرَكَاءَ عَنِ الشُّرْكَ، مَنْ عَمَلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي، تَرَكَّهُ وَشْرَكَهُ.^১

অর্থাৎ- আমি অংশীদারদের অংশীদারিত্ব থেকে সম্পূর্ণ প্রয়োজন মুক্ত (আমার সাথে কেউ অংশীদার বা শরীক হোক এ ধরনের কোন প্রয়োজন আমার আদৌ নেই)। যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করে যাতে আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করে, আমি তাকে ও তার অংশীদারকে প্রত্যাখ্যান করি।^২

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, রিয়া সাধারণত শিরকে আসগার তথা ছোট শিরকের পর্যায়ভুক্ত হয়ে থাকে। তবে মনের ভাব ও নিয়্যাতের ভিত্তিতে কখনো তা শিরকে আকবার অর্থাৎ প্রধান শিরকের পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়।

(২) কোন 'ইবাদাত মূলত: একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যেই শুরু করা, তবে 'ইবাদাত করাকালীন বা চলাকালীন মধ্যবর্তী সময়ে অন্য কেউ তা দেখে ফেললে বা অবহিত হয়ে গেলে তাতে আনন্দিত ও উল্লাসিত হয়ে লোক দেখানোর জন্য 'ইবাদাতকে আরো সুন্দর করার চেষ্টা করা কিংবা পরবর্তী

১. رواه مسلم.

২. সাহীহ মুহলিম

অংশটুকু লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে করা। এ অবস্থায় ‘আমাল বা ‘ইবাদাতটি যদি এমন হয় যে, তার এক অংশ অপর অংশের উপর নির্ভরশীল নয় বরং তার প্রতিটি অংশ পৃথক পৃথক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ, তাহলে সেই ‘আমাল বা ‘ইবাদাতের যে অংশটুকু রিয়া মিশ্রিত হবে, শুধুমাত্র সে অংশটুকু বাতিল হয়ে যাবে, তবে তার সম্পূর্ণ ‘আমাল বাতিল হবে না। যেমন- কোন ব্যক্তি একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে দুশত টাকা ফকীর-মিছকীনদের দান করতে শুরু করল, ইতোমধ্যে একশত টাকা দান করার পর হঠাৎ করে সে দেখল যে, অনেক লোক তার দিকে চেয়ে আছে, তাকে বাহবা দিচ্ছে এবং তার প্রশংসা করছে, এতে করে তার মনের মধ্যে রিয়া বা লৌকিকতার ইচ্ছা দেখা দিল এবং অবশিষ্ট একশত টাকা সে মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে কিংবা আরো বেশি করে তাদের বাহবা ও প্রশংসা কুড়ানোর উদ্দেশ্যে দান করল। এমতাবস্থায় তার দানকৃত প্রথম একশত টাকা আল্লাহর (ﷻ) নিকট মাক্ফূল (গৃহীত) হবে এবং পরবর্তীতে দানকৃত একশত টাকা আল্লাহর (ﷻ) নিকট বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত বলে গণ্য হবে।

আর যদি ‘আমালটি এরকম না হয় বরং তার প্রথম অংশ শেষ অংশের উপর বা এক অংশ অপর অংশের উপর নির্ভরশীল হয় অর্থাৎ ‘আমালের এক অংশ অপর অংশের সাথে এমনভাবে জড়িত হয়ে থাকে যে, এর প্রতিটি অংশ একটি অপরটি ব্যতীত পূর্ণতা লাভ করতে পারে না, তাহলে এর দুই অবস্থা-

(ক) ‘আমাল বা ‘ইবাদাত একমাত্র আল্লাহর (ﷻ) সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে শুরু করার পর ‘ইবাদাত করাকালীন মধ্যবর্তী সময়ে যদি লোক দেখানোর (রিয়া’র) ইচ্ছা মনের মধ্যে দেখা দেয় এবং এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি যদি লৌকিকতার এ মনোভাব তার অন্তর থেকে দূর করার এবং ‘আমালকে রিয়ামুক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা অব্যাহত রেখে ‘আমাল সম্পন্ন করে, তাহলে তার সেই ‘আমাল বা ‘ইবাদাত বাতিল হবে না।

উদাহরণ স্বরূপ যেমন- কোন ব্যক্তি একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে নামায পড়তে শুরু করল। এমতাবস্থায় নামাযের দ্বিতীয় রাক‘আতে তার অন্তরে রিয়া’র উদ্বেক হলো। সাথে সাথে সে তার অন্তর থেকে এই কুমন্ত্রণা ও কুমনোভাব দূর করার যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যেয়ে নামায সম্পন্ন করল, তাহলে এই রিয়া তার ‘আমালে কোন প্রভাব ফেলবে না এবং আল্লাহ চাহতো তার এই নামায বাতিল হবে না।

(খ) যদি সে ব্যক্তি তার অন্তরের এই কুমন্ত্রণা দূর করার এবং ‘আমালকে রিয়ামুক্ত করার চেষ্টা না করে, বরং রিয়া তথা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে অন্তরে পোষণ করেই ‘আমাল সম্পন্ন করে থাকে, তাহলে তার এই ‘আমাল সম্পূর্ণ বাতিল ও বিনষ্ট হয়ে যাবে।

এ সম্পর্কে রাহুল ষহীদ বলেছেন:-

مَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ.^৩

অর্থ:- যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে নামায পড়ল সে শির্ক করল, যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে রোযা পালন করল সে শির্ক করল, যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে দান-সাদাক্বাহ করল সে শির্ক করল।^৪

৩। আল্লাহর জন্যে পূর্ণ নিষ্ঠা ও ইখলাসের সাথে কোন ‘আমাল আরস্ত ও সম্পন্ন করা। তবে ‘আমাল সম্পন্ন হওয়ার পর অন্তরে রিয়া‘র উদ্ভব হওয়া। যেমন- লোকজনের মুখে এ ‘আমাল সম্পর্কে নিজের প্রশংসা শুনে নীরবে আত্মতৃপ্তি ও গর্ববোধ করা। এ জাতীয় রিয়া, সম্পাদিত সেই ‘আমাল ও ‘ইবাদাতে কোনরূপ প্রভাব ফেলে না এবং এর দ্বারা ‘ইবাদাত বাতিল বা বিনষ্ট হয় না। কেননা তা ‘ইবাদাত সম্পন্ন তথা সমাপ্ত হওয়ার পর প্রকাশ পেয়েছে।

৩. رواه أحمد.

৪. মুছনাতে ইমাম আহমাদ